দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 14 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

33

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কি বন্ধ হবে না?

সন্ত্রাস মারাত্মক এক ব্যাধি। এই সন্ত্রাস ব্যাধিতে আজ বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরে এই মারাত্মক ব্যাধিটা অতিদ্রুত সংক্রামিত হয়েই চলেছে। সামাজিক অবস্থাকে এই ব্যাধি বিপর্যস্ত করে তুলছে। পবিত্র শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা এবং সার্বিক পরিবেশকে বিষিয়ে তুলছে। কিন্তু এই ধরনের ঘৃণ্য ব্যাধিটিকে যেন কিছুতেই নির্মূল করা যাচ্ছে না।

কেবলমাত্র শিক্ষাঙ্গনেই নয়, সমগ্র জীবনযাত্রার প্রবহমানতাকে স্তব্ধ করে দিয়ে সন্ত্রাসীরা গোটা জাতিকেই জিম্মি করেছে। এই অবস্থা আর বেশি দিন চলতে দিলে জাতি যে পঙ্গু হয়ে যাবে, একথা নিশ্চিত। যে যাই বলুক, সন্ত্রাসের মতো ঘৃণ্য ব্যাধিটি নির্মূল করা আপাত দৃষ্টিতে কষ্টকর মনে হলেও, আইনের শাসন প্রখর ও কঠোর হলে, সরকার ও পুলিশ বাহিনী নিরপেক্ষ ও আন্তরিক হলে এবং রাজনৈতিক ছত্রছায়া ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান বন্ধ করা হলে, সন্ত্রাসের মতো ব্যাধির চিকিৎসা কঠিন কোন চিকিৎসা নয়। কিন্তু আমরা সেই চিকিৎসার পথে যাচ্ছি না বলেই ব্যাধিটি আমাদের সমাজ জীবনে ডালপালা বিস্তার করেই চলেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের দেশে তিন ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ঘটছে। প্রথমত, অতি সাধারণ মস্তান, যারা নেশা অথবা অনুরূপ অসামাজিক কাজের সঙ্গে লিপ্ত থাকার কারণে সন্ত্রাসী কাজ করছে। দ্বিতীয়ত, গোপন রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যদের সৃষ্ট সন্ত্রাস এবং তৃতীয়ত রাজনৈতিক দলপুষ্ট মস্তানবাহিনী কর্তৃক সন্ত্রাস।

বলাবাহুল্য সন্ত্রাস যারা করে এবং করায় সকলেই জাতির শত্রু। সে সন্ত্রাস রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় হোক অথবা কোন অঙ্গ দলের সদস্যরাই করুক না কেন। তবে একথা সত্য যে, আজ দেশে এক শ্রেণীর উগ্রবাদী আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারীর মদদে পুষ্ট হয়ে সন্ত্রাস তথা অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করেই চলেছে। এই সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী উগ্রপন্থীদের সাহস ও ধৃষ্টতা জনমনে সন্দেহ ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

এ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি আবাসিক হল ও একটি কলেজ থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দুই শতাধিক নেতা-কর্মীকে ইসলামী ছাত্রশিবির অস্ত্রের মুখে জোর করে বের করে দিয়েছে। অস্ত্রধারীদের আক্রমণে ৩০ জন ছাত্র আহত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সারা দেশের শিক্ষাঙ্গনে ইসলামপন্থী একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন একটার পর একটা সন্ত্রাস করেই চলেছে। একদিকে মূল সংগঠনটি কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ খয়রাত করছে অন্যদিকে অঙ্গ ছাত্রদলটি অস্ত্রের মুখে অধিকাংশ শিক্ষাঙ্গনে কায়েম করে চলেছে সশস্ত্র সন্ত্রাস।

তবে সাম্প্রতিককালে একটি বিশেষ উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দল তার অঙ্গসংগঠন ও ধর্মীয় নীতিকথার মোড়কে যে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অরাজকতা সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে বিঘ্নিত করা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে দেশের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে রাখা।

পর্যবেক্ষক মহল এই উগ্রপন্থীদের সাম্প্রতিক হীন চক্রান্ত ও সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে জনগণকে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামাজিকভাবে প্রতিহত করার জন্যে সুপারিশ করছেন। দেশের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী তৎপরতা দমনকল্পে সন্ত্রাস দমন আইন করা হলেও উক্ত আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগের অভিযোগই বেশি শোনা যাচ্ছে। এ কারণেই সরকারকে দেশের চিহ্নিত এই পরাজিত শক্তির অপ্রপ্রচেষ্টাকে আজ যে কোন মূল্যে দমন করতে হবে। এই তথাকথিত রাজনৈতিক দলটির ছত্রছায়ায় তাদের অঙ্গসংগঠনটি শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা বিনষ্ট করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এই বিশেষ দলটির সশস্ত্র ক্যাডার তৈরির গোপন ঘাঁটি এবং একাধিক অস্ত্র তৈরির কারখানারও অস্তিত্ব পুলিশ আবিষ্কার করেছে। তথাপি এই চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের সমূলে নির্মূল করা না হলে বর্তমান সরকারের প্রশাসনকেই এরা বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে ঠেলে দিবে, সমগ্র দেশ ও জাতির অস্তিত্বের মূলেও কুঠারাঘাত করবে বলে ওয়াকিফহাল মহল আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।